বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

প্রচলিত মুহাররম পর্ব ও ইসলাম

ইসলামের নামে প্রচলিত অনৈসলামী আচার-অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে একটি হ'ল প্রচলিত মুহাররম পর্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে কোথাও এ পর্বের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্র নিকট রজব, যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম এই চারটি মাস 'হারাম' বা মহা সম্মানিত *(তওবা ৯/৩৬)*। জাহেলী যুগে আরবরা এই চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না *(বুখারী হা/৫৩, মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭)*। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, মুসলমান হয়েও আমরা অতটুকু করতে পারি না।

১০ই মুহাররমের গুরুত্ব ও কারণ : মুহাররমের ১০ তারিখকে 'আশূরা' (يَوْمُ عَاشُـــورَاءَ) বলা হয়। এই দিন হযরত মূসা (আঃ) ফেরাঊনের কবল হ'তে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং ফেরাঊন সসৈন্যে নদীতে ডুবে মরেছিল। মূসা (আঃ) আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য এ দিন ছিয়াম রাখতেন *(মুসলিম হা/১১৩০)*। ইসলাম আসার পূর্ব থেকেই ইহূদী, নাছারা ও মক্কার কুরায়েশরা এ দিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান এদিন ছিয়াম রাখতেন। অতঃপর ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে তিনি বলেন, 'এখন তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখতেও পার ছাড়তেও পার। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি' *(মুসলিম হা/১১২৯; বুখারী হা/২০০২)*। ইহূদীদের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসার (আদর্শের) অধিক হকদার' *(মুসলিম হা/১১৩০)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/১১৩৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৯৫)*। আলবানী বলেন, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ *(ঐ)*। তবে ৯ ও ১০ দু'দিন রাখাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ৯ তারিখ ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে আশূরার ছিয়াম মুস্তাহাব।

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, রামাযানের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম। অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম' *(মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯)*। তিনি বলেন, আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে এটি বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে' *(মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪)*।

প্রচলিত আশূরা : প্রচলিত আশূরার প্রধান বিষয় হ'ল শাহাদাতে কারবালা, যা শাহাদাতে হুসায়েনের শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। যেখানে আছে কেবল অপচয় ও হাযার রকমের শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড। যেমন তাযিয়ার নামে হোসায়েনের ভূয়া কবর বানানো, তার কাছে গিয়ে কল্যাণ প্রার্থনা করা, তার ধূলা গায়ে মাখা, তার দিকে সিজদা করা, তার সম্মানে মাথা নত করে দাঁড়ান, 'হায় হোসেন' বলে চিৎকার করা, বুক চাপড়ানো, তাযিয়া দেওয়ার মানত করা, তাযিয়ার সম্মানে রাস্তায় জুতা খুলে চলা, হোসেনের নামে মোরগ উড়িয়ে দেওয়া। অতঃপর ছেলে ও মেয়েরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরা ও তা যবেহ করে খাওয়া। ঐ নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়ে চেরাগ জ্বালানো, ঐ নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে ধোঁকা দেওয়া ও তা বেশী দামে বিক্রি করা এবং বরকতের আশায় তা খরিদ করা, কালো টুপি-পোশাক বা ব্যাজ ধারণ করে সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল নিয়ে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়া, শোক মিছিল করা, তাবার্রুক বিতরণ করা, এই মাসে বিবাহ-শাদী না করা ইত্যাদি। এমনকি এদিন উস্কানীমূলক এমন কিছু কাজ করা হয়, যেকারণে প্রতি বছর আশূরা উপলক্ষে পরস্পরে খুনোখুনি হয়ে থাকে।

ইসলামে শোক : কোন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর খবরে 'ইন্নালিল্লাহ..' পাঠ করা এবং তার জন্য জানাযা করাই হ'ল ইসলামের বিধান। এর বাইরে কিছু করা বৈধ নয়। তার জন্য তিন দিনের ঊর্ধ্বে শোক করা ইসলামে (স্বামী ব্যতীত) নিষিদ্ধ *(আবুদাঊদ হা/২২৯৯, ২৩০২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে মুখ চাপড়ায়, জামা-কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদে' *(বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩)*। তিনি বলেন, 'আমি দায়মুক্ত ঐ ব্যক্তি থেকে, যে শোকে মাথা মুণ্ডন করে, চিৎকার দিয়ে কাঁদে এবং কাপড় ছিঁড়ে' *(বুখারী হা/১২৯৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার জন্য শোক করা হবে, সেজন্য তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/১২৯১)*। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের রীতি ছিল, যার মৃত্যুতে যত বেশী মহিলা কান্নাকাটি করবে, তিনি তত বেশী মর্যাদাবান বলে খ্যাত হবেন। মৃত ব্যক্তির সম্মান বাড়ানোর জন্য লোকেরা কান্নায় পারদর্শী মেয়েদের ভাড়া করে আনত' *(ফাৎহুল বারী হা/১২৯১-এর অনুচ্ছেদ)*।

দুর্ভাগ্য, আজকের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একত্রে রাস্তায় ধুলোয় বসে মাইক লাগিয়ে বিদায়ী 'গণকান্না' জুড়ে দেন। একি জাহেলী আরবের রেখে আসা নষ্ট সংস্কৃতির আধুনিক বঙ্গ সংস্করণ নয়? অনেকে তিন দিন পর কুলখানী, দশ দিন পর দাসওয়াঁ, চল্লিশ দিন পর চেহলাম এবং কেউ প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। কেউ প্রতি বছর তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন ব্যাপী শোক পালন করেন। এছাড়া শোক সভা, শোক র‍্যালী, শোক বই খোলা, কালো ব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা উত্তোলন বা কালো ব্যানার টাঙানো, মৃতের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী।

মর্সিয়া : মর্সিয়া (الْمَرْثِيَةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় বর্ণিত কবিতা। জাহেলী আরবের প্রসিদ্ধ সাব'আ মু'আল্লাক্বাত (سبع معلقات) বা কা'বাগৃহে 'ঝুলন্ত দীর্ঘ কাব্যসপ্তক'-কে আল-মারাছী আস-সাব'আ (المراثى السبع) বা 'সাতটি শোক কাব্য' বলা হয়। শাহাদাতে হোসায়েন উপলক্ষে বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ছাড়াও বহু মর্সিয়া রচিত হয়েছে। যে বিষয়ে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। বলা বাহুল্য, হোসায়েনের ত্যাগ এখন নেই। আছে কেবল শোকের নামে নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা। অথচ জাতীয় মুক্তির পথ দেখিয়ে মহাকবি ইকবাল বলেছেন, ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ। এর অর্থ হ'ল, বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনকে সর্বদা চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, কারবালার ঘটনা হক ও বাতিলের লড়াই ছিল। বস্তুতঃ এটি ছিল হোসায়েন (রাঃ)-এর একটি রাজনৈতিক ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি। যেটা বুঝতে পেরে অবশেষে তিনি ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই।

তাযিয়া : 'তা'যিয়া' (التعزيــة) অর্থ মৃত বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া বা তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। হোসায়েন পরিবারই ছিলেন এই সমবেদনা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার। কিন্তু এখন তাঁরা কোথায়? ৬১ হিজরীতে হোসায়েন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হয়েছেন। অথচ সেখান থেকে ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও ঐদিন শোক পালন করা হয়নি। বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফার শী'আ আমীর মু'ইযযুদ্দৌলা সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররম-কে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন। এদিন তিনি বাগদাদের সকল দোকান-পাট ও অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন, শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে আদেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এ আদেশ মেনে নিলেও সুন্নীরা বিরোধিতা করেন। ফলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হয় *(আল-বিদায়াহ ১১/২৪৩, ২৫৩)*। এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আশূরার দিন পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অঞ্চলের শাসক নবাবেরা শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের নামে ও আচার-অনুষ্ঠানে শী'আ প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে প্রসার ঘটে আশূরা ও তাযিয়ার মত শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সমূহের। তাযিয়াপূজা কবরপূজার শামিল। পৌত্তলিকরা যেমন নিজ হাতে মূর্তি গড়ে পরে তা পানিতে ডুবায়, ভ্রান্ত মুসলমানরা তেমনি নিজ হাতে 'তাযিয়া' বানিয়ে তার কাছে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করার পর তাকে দাফন করে। এটা পরিষ্কারভাবে শিরক। কেননা লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। যা ঘৃণ্য শিরক। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনো মাফ করেন না *(নিসা ৪/৪৮)*।

অতএব মুহাররম নামক এই বিদ'আতী পর্বে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা কিংবা এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

করণীয় : এদিনের করণীয় হ'ল, নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ই মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম রাখা। এর বেশী কিছু নয়। আল্লাহ আমাদেরকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি হ'তে বিরত রাখুন এবং বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০

১ম প্রকাশ (বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ) ১৪০৪ হি./১৩৯১ বাং/১৯৮৪ খৃ.। **২য় প্রকাশ** (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) ১৪৩৭ হি./১৪২২ বাং/২০১৫ খৃ.